بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১২ অক্টোবর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো কানাডার নবদীক্ষিত আহমদী সদস্যবৃন্দ

হুযূর আকদাসের কাছে তাদের কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং দিকনির্দেশনা চাইলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নবদীক্ষিত যুবকগণ

১০ অক্টোবর ২০২১, কানাডার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সাম্প্রতিককালে যোগদানকারী সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ২০-এর অধিক নবদীক্ষিত যুবক টোরন্টোর পীস ভিলেজের আইওয়ানে তাহের হল থেকে যোগদান করেন।

হুযূর আকদাস নবদীক্ষিতদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেন, তারা তাদের পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজের পক্ষ থেকে কঠোরতা ও ধর্মীয় বিরোধিতা সহ্য করতে প্রস্তুত কিনা। সকলেই এ কথা বলেন যে, তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসের খাতিরে ব্যক্তিগত যে-কোন প্রকারের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছেন এবং তারা তাদের ক্রমাগত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য হুযূর আকদাসের কাছে দোয়া চান।

অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজন উল্লেখ করেন যে, তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শান্তিপূর্ণ ও মহান শিক্ষার কারণে বয়আত গ্রহণ করেছেন।

এমন এক মন্তব্যের উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি কখনো আপনারা কোনো আহমদী মুসলমানকে (ইসলামের) এই শিক্ষার পরিপন্থী আচরণ করতে দেখেন, তখন ভাববেন না যে এটি এ শিক্ষার দোষ। বরং, এটি তার ব্যক্তিগত (ভুল) কর্ম। কোন একক আহমদী মুসলমানের কোন মন্দ কর্ম যেন আপনাদেরকে ইসলাম এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত থেকে দূরে না রাখে।"

অংশগ্রহণকারীদের একজন হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান ইসলামে খিলাফতের মর্যাদা কী।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যে খিলাফত বর্তমানে বিদ্যমান — এটি সেই খিলাফত যা মাহদীর আগমনের পর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল — এটি বিশুদ্ধরূপে একটি আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় খিলাফত ..."

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"... পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতে লিখিত আছে যে, যখন দু'টি মুসলিম গোষ্ঠী বা সরকারের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হয়, তখন তাদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করো। সেই সময়, যখন পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, সেখানে একটি মাত্র মুসলিম সরকার ছিল। সেখানে দু'টি সরকার থাকার কোন প্রশ্ন ছিল না। তথাপি, এতে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যেন দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ... এর অর্থ এই যে, পার্থিব সরকারগুলো তাদের নিজ জায়গায় বিদ্যমান থাকবে, আর দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের মাঝে যেন শান্তি স্থাপন করা হয়। অপরপক্ষে, ধর্মীয়, জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি তা খিলাফত ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। সুতরাং, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই যুগে ধর্মবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতার জগতের মধ্যে

সীমাবদ্ধ থাকবে খিলাফত। হ্যাঁ, বিভিন্ন দেশের রাজারা এবং নেতারা খলীফার কাছে আধ্যাত্মিকতার বিষয়াদিতে দিকনির্দেশনা গ্রহণের জন্য আসবেন এবং এটিও সম্ভব যে, অন্যান্য বিষয়েও তারা খলীফার কাছে দিকনির্দেশনা যাচনা করবেন। তবে, পার্থিব বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব বর্তমান সময়ে খিলাফতের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না।"

আরেকটি প্রশ্ন এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল যে, আহমদী মুসলমানগণ অন্যান্য মুসলমানগণকে কী দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং বর্তমান মুসলিম-বিশ্ব যে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে তাকে কি খোদা তা'লার শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যে-কেউ ঘোষণা করে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল), আমরা তাদেরকে মুসলমান গণ্য করি। অ-আহমদী মুসলমানগণ যুগের ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে অস্বীকার করে থাকেন, আর তাই আমরা বলি যে, তারা সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে অস্বীকার করেন যার প্রতিশ্রুতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করে গেছেন এবং পবিত্র কুরআনে সূরা জুমুআ-সহ বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু, মুসলমানের বৃহত্তম সংজ্ঞা অনুসারে, তারা মুসলমান। যেহেতু তারা মহানবী (সা.) এর ওপর ঈমান রাখেন, আমরা তাদেরকে 'অমুসলিম' বিবেচনা করি না।"

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের বিষয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, যখন মুসলমানগণ অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে, তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তারা বিজয়ী হবে। এই ছিল প্রতিশ্রুতি এবং ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এর যুগে আমরা এমনটিই ঘটতে দেখেছি। আজকাল আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের সম্পর্কে এবং বিশেষ করে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে জুমুআর খুতবা প্রদান করছি — যার যুগে মুসলমানগণ অনেক এলাকায় বিজয় লাভ করেছিল। আমরা দেখি কীভাবে মুসলমানগণ সেই যুগের পরাশক্তিগুলোর মুখোমুখি দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু যেহেতু মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ছিল, খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে বার বার বিজয় দান করেছেন। সুতরাং, এখন যদি মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র খাতিরেই যুদ্ধরত থেকে থাকে তবে নিশ্চয়ই তাদেরও বিজয় লাভ করা উচিত! কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এমনটি হচ্ছে না।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"দ্বিতীয়ত, বর্তমানে মুসলমানগণ এমনকি অমুসলিমদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে রত নয়। মুসলমানরা অন্য মুসলমানের সাথে লড়ছে। ... এটি পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, একজন নির্দোষ মুসলমান হত্যা করা তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। মহানবী (সা.)-এর সময়ে একজন সাহাবী এক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এক সৈন্যকে মৃত্যুর মুখে কলেমা পাঠের পরও হত্যা করেন, তবু মহানবী (সা.) এমনটি করার জন্য সেই সাহাবীর ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। সাহাবী বলেন যে, সেই ব্যক্তি তো তরবারির মুসলমান হয়েছিলেন, যার উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, 'তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে সে ভয়ের কারণে এমনটি করেছিল কিনা?' অতএব, এই হল কঠোরতার সেই পর্যায় যা এক মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমান হত্যার ক্ষেত্রে ইসলামে নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং, এমন এক সময়ে যখন এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করছে, তখন আমার আর কী ফতওয়া ঘোষণা করা প্রয়োজন, যেখানে আল্লাহ্ তা'লার আচরণ নিজে থেকেই এটি স্পষ্ট করছে যে, এটি (মুসলমানদের এই বেহাল অবস্থা) খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির নিদর্শন নাকি সন্তুষ্টির।"

হুযূর আকদাসকে ঐ সকল মুসলমানদের বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়, যারা নিপীড়িত, যেমন, রোহিঙ্গা মুসলমান। এর উত্তরে হুযূর আকদাস স্পষ্ট করেন যে, এটিও মুসলমানদের অনৈক্যের ফল, যেখানে বহু মুসলমান দেশের সম্পদ ও প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তারা একতাবদ্ধ হয়ে নির্যাতিত মুসলমানদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। হুযূর আকদাস বলেন যে, এমন মুসলিম শক্তিসমূহ, যারা নিপীড়িতদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদেরকে খোদা তা'লার কাছে এ জন্য জবাবদিহি করতে হবে।